৭/৬/২০০০

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

ভিন্ন কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র ॥ প্রশাসনিক জটিলতায় সমস্যার সুরাহা হয় নাই

রেজানুর রহমান ॥ এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা কোনভাবেই নিজ কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারিবে না। নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকারীভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্বলতা ও একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর অসহযোগিতা-মূলক মনোভাবের প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিয়াছে। সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে, ছাত্র-ছাত্রীরা কোনভাবেই নিজ কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারিবে না। এক কলেজের ছাত্র-ছাত্রীকে অন্য কলেজে পরীক্ষা দিতে হইবে। প্রায় ১ মাস পূর্বে বিভিন্ন বোর্ড হইতে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র চূড়ান্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫/৭ দিন পূর্ব হইতে কেন্দ্র চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া

(১৫শ পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

ভিন্ন কলেজে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হাতে নেওয়া হয়। তড়িঘড়ি কেন্দ্র চূড়াণ্ড
করিতে গিয়া বেশ কয়েকটি স্থানে বিশৃঙ্খল
দেখা দিয়াছে। শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠান
হইয়াছে গ্রামে। আবার গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীদে
পাঠান হইয়াছে শহরে। এই সুযোগে পথের
দূরত্বের অভিযোগ তুলিয়া কয়েকটি স্থানে
কেন্দ্র বাতিলের দাবী উঠিয়াছে। দেশের একটি
মাদ্রাসায় মহিলা কলেজের ছাত্রীদের কেন্
চূড়ান্ত করায় উক্ত মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আপত্তি
তুলিয়াছে। উক্ত মাদ্রাসার পক্ষ হইতে
অলিখিতভাবে জানান হইয়াছে, 'কলেজে
ছাত্রীরা বেপর্দা হইয়া মাদ্রাসায় ঢুকিবে
কাজেই অন্য কেন্দ্রে তাহাদের সীট বন্ট
করুন।'

একটি সূত্র জানায়, ভিন্ন কলেজে
কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে দেশে
অধিকাংশ কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বাগ
জানাইয়াছে। তবে নকলপ্রবণ কলেজগুলি
হইতে অযৌক্তিক নানান সমস্যা উত্থাপন ক
হইতেছে। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদে
গতকাল বলিয়াছেন, কোনভাবে পূর্বঘোষি
সিদ্ধান্তের হেরফের হইবে না। ছাত্র
ছাত্রীদেরকে ভিন্ন কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দি
হইবে। এদিকে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষ
গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বোর্ড হইতে সতর্কবা
উচ্চারণ করা হইয়াছে। সতর্কবাণীতে নকলে
কুফল সম্পর্কে বলা হইয়াছে, পরীক্ষায় নক
শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। জাতিকে
বিপর্যস্ত করে। পরীক্ষায় নকল করা বা নকে
সহায়তা প্রদান করা হইতে বিরত থাকুন
নকল করিয়া ডিগ্রী নিয়া নিজেকে প্রতারি
করিবেন না, হতাশ হইবেন না। নকল করি
পাওয়া ডিগ্রী কর্মজীবনে কোন কাজে আ
না। পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলা হইয়াছে
নকল করিয়া বহিষ্কৃত হইলে শিক্ষা জীবনে
মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। ইহার ফলে ছা
ছাত্রীর লেখাপড়া চিরতরে বন্ধ হইয়া যাই
পারে। শিক্ষাজীবন ধ্বংস হওয়ার ফ
কর্মজীবন হতাশা ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হই
পারে। পরীক্ষায় নকলকারী সমাজে ঘৃণ্য ব্য
হিসাবে চিহ্নিত হয়। নকল করিয়া পরী
পাসের দুর্বলতা আজীবন নিজেকে বি
করিয়া রাখে। শিক্ষকদের উদ্দেশে ব
হইয়াছে, 'পরিদর্শক হিসাবে নকলে সহায়
প্রদান করিলে বহিষ্কৃত হইতে পারেন, বেত
ভাতাদি বন্ধ হইতে পারে চাকুরীচ্যুত হই
পারেন। শিক্ষক হিসাবে নকলে সহায়
করিয়া অভিযুক্ত হওয়া সমগ্র শিক্ষক সমাজে
জন্য কলঙ্কস্বরূপ। নিজের অপকর্মের
যাহাতে শিক্ষক সমাজের উপর না বর্তায়
বিষয়ে সচেতন থাকুন।'